কানন দেবী
প্রযোজিত ও অভিনীত
শ্রীমতী পিকচার্সের
অনন্যা
পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

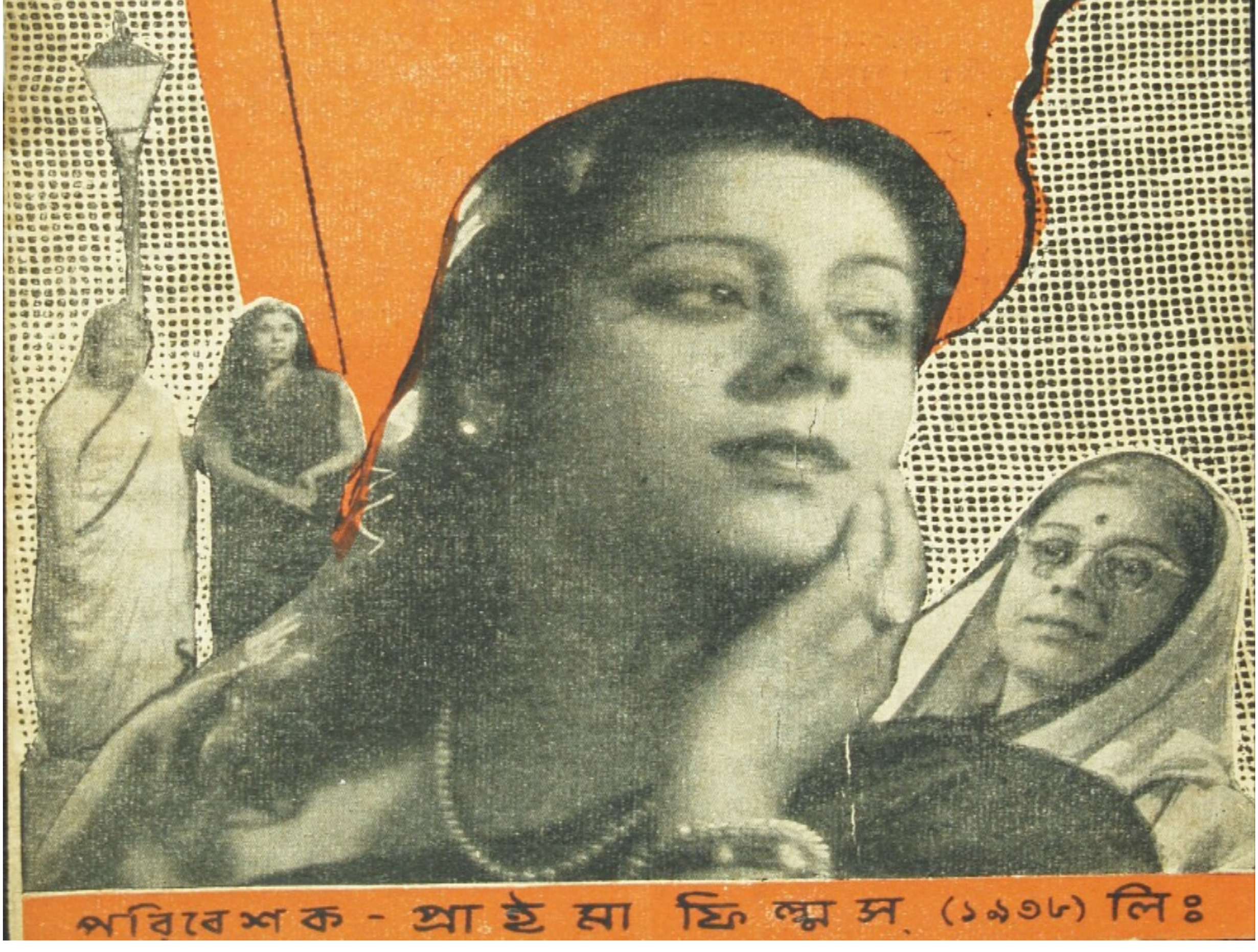

— শ্রীমতী পিক্‌চার্সের নিবেদন —

অনন্যা

প্রযোজনা—**শ্রীমতী কানন দেবী** পরিচালক—**"সব্যসাচী"**

কাহিনী—শ্রীমতী কল্যাণী মুখোপাধ্যায় চিত্রনাট্য ও সংলাপ—শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায় (এন্, টির সৌজন্যে)

গীতিকার—শ্রীশৈলেন রায়
রবীন্দ্র সঙ্গীত তত্ত্বাবধায়ক—শ্রীদ্বিজেন চৌধুরী
আলোকচিত্র পরিচালনা—শ্রীঅজয় কর
সঙ্গীতগ্রহণ—শ্রীযতীন দত্ত
সম্পাদনা—শ্রীকমল গাঙ্গুলী
প্রধান কর্ম্মসচিব—শ্রীবিমল ঘোষ

সঙ্গীত পরিচালনা—শ্রীউমাপতি শীল
যন্ত্রসঙ্গীত—ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
চিত্রশিল্পী—শ্রীবিশু চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী—শ্রীসন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশক—শ্রীবীরেন নাগ
ব্যবস্থাপক—শ্রীঅমর ঘোষ

চিত্র পরিস্ফুটন—আর, বি, মেহেতা (বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারীজ)
স্থির চিত্র—ষ্টিল ফটো সার্ভিস

সহকারীবৃন্দ :—

পরিচালনায়—শ্রীহীরেন নাগ, শ্রীঅরুণ দে
চিত্রশিল্পে—শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায়, কে, এ, রেজা, শ্রীসাধন রায়
শব্দযন্ত্রে—শ্রীকুমার সরকার, শ্রীজগন্নাথ চ্যাটার্জ্জী সম্পাদনায়—শ্রীঅনীত মুখোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনায়—শ্রীকার্ত্তিক বসু ব্যবস্থাপনায়—শ্রীসুবোধ পাল, শ্রীবীরেন হালদার
রূপসজ্জায়—বসীর, মুন্সী, বরেন
আলোক সম্পাতে—শ্রীসমীর ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধাংশু ঘোষ, শ্রীকানাই দে

ভূমিকায়

শ্রীমতী কানন দেবী, কুমারী রুনু চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী অনুভা গুপ্তা, শ্রীমতী রেবা বসু, শ্রীমতী বিজলী, শ্রীমতী আশা, শ্রীকমল মিত্র, শ্রীপূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিপিন গুপ্ত, শ্রীবিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান্ দিলীপ, শ্রীফণী রায়, শ্রীবিকাশ রায়, শ্রীহরিধন মুখোপাধ্যায়, শ্রীসন্তোষ দাস, শ্রীপঞ্চানন, শ্রীভুজঙ্গ রায়, ৺অমর চৌধুরী, গোলাম মহম্মদ

— তৎসহ —

শ্রীমতী পান্না, শ্রীমতী উষা, শ্রীমতী মিনতি, শ্রীমতী সন্ধ্যা, শ্রীশৈলেন পাল, শ্রীপ্রণব রায়, শ্রীশৈলেশ দাস, বাণীবাবু ও আরও অনেকে।

কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিওতে

আর, সি, এ, ফটোফোন শব্দযন্ত্রে গৃহীত।

— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গান —

"এই লভিনু সঙ্গ তব"
"হারে রেরে রেরে আমায় ছেড়ে দেরে"
"আমাদের যাত্রা হ'ল সুরু"
"ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে"

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে—

কাহিনী ::

শিল্পী সমরেন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন। গঙ্গার ধারে সুন্দর একটি বাড়ী—সেখানে বিপত্নীক সমরেন্দ্রনাথ তাঁর ছেলে দেবকুমার এবং মেয়ে সীতাকে নিয়ে থাকেন। মা-হারা ছোট ছেলে মেয়ে দুটিকে তিনি পরম স্নেহে মানুষ করে তুলছেন। প্রাণখোলা সদানন্দ মানুষ, অর্থের প্রাচুর্য্য আছে সুতরাং ভাবনা-চিন্তার কারণ নাই।

এমনি একটি মুক্ত স্বাধীন, জটিলতাবিহীন সংসারে শিল্পীর মেয়ে সীতা শিল্পীমন নিয়ে বড় হয়ে উঠেছে। বাবার কাছে সে ছবি আঁকতে শিখেছে। সঙ্গীতেও সে কম কুশলতা অর্জ্জন করেনি। দেবকুমারও চমৎকার ছেলে, তবে সে ছবি আঁকার দিকে অগ্রসর হয়নি—বিজ্ঞানের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব বেশী। কলেজের পরীক্ষায় সে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করল এবং ষ্টেট-স্কলারশিপ নিয়ে ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যায় বিশেষ জ্ঞানার্জ্জনের জন্য রওনা হলো বিদেশে।

ইতিমধ্যে একটি ধনীর ঘর থেকে সীতার বিবাহের সম্বন্ধ এসেছিল। কিন্তু টাকার সুরের সঙ্গে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীর ঝঙ্কার মেলে না। মন থাকে উপবাসী, বাইরের সমারোহ নিয়েই সবাই মেতে থাকে। সুতরাং সমরেন্দ্রনাথের বড় ভাই নিখিলেশের সুপারিশ নিয়ে নিশিকান্ত ঘটক যে সম্বন্ধটি এনেছিল অঙ্কুরেই তার বিনাশ ঘটল।

দেবকুমার বিদেশে রওনা হওয়ার পরেই সমরেন্দ্রনাথ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একা সীতা। ডবল-নিউমোনিয়ায়

আক্রান্ত, শয্যাগত সমরেন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে যে ডাক্তারটি এলেন তাঁর নাম ডাক্তার রাঘব ঘোষাল। ডাক্তার ঘোষাল অক্লান্ত সেবা যত্নে মৃত্যুপথযাত্রী রুগীটিকে ফিরিয়ে আনিলেন। পিতা ও কন্যার সঙ্গে এই সূত্রে ডাক্তার ঘোষালের সহৃদয় ও পরম বিশ্বাসময় একটি সম্বন্ধ গড়ে উঠল।

কথায় কথায় ডাক্তার ঘোষাল একদিন জানতে পারলেন যে সমরেন্দ্রনাথ তাঁর বিপুল সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাকে সমান ভাগে দান করে যাবেন। রাঘব ডাক্তার সমরেন্দ্রনাথের এই অভিলাষ জানার সঙ্গে সঙ্গেই সীতার সহিত তার নিজের ছোট ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাব করে বসল। ডাক্তারের প্রতি নূতন জন্মানো প্রীতি ও বিশ্বাসের প্রভাব তখন পিতা ও কন্যার মনে এত বেশী যে বিশেষ কোন অনুসন্ধান না করেই সীতার সঙ্গে কমলের বিবাহ-বন্ধন সম্পন্ন হয়ে গেল।

প্রীতিবিগলিত হৃদয় মানুষকে সহজে চিনতে পারেনা, তাছাড়া সমরেন্দ্রনাথ ও সীতার মত আদর্শবাদী ব্যক্তিরা সকলকেই সহজে গ্রহণ করে

ও ভা ল ব লে
বিশ্বাস করে।
কারণ দে ব তা

আর শয়তানেরা পৃথিবীতে নিজেদের স্বরূপ নিয়ে সব সময়ে ঘুরে বেড়ায় না। মহত্ত্বের মুখোসের নীচে লোভ আর স্বার্থে কুৎসিত মন দুরূহ জটিলতার ফাঁদ রচনা করে।

অল্পদিনের মধ্যেই রাঘব ডাক্তারের স্বার্থ-

দুরভিসন্ধি সীতার কাছে ধরা পড়ে গেল। ডাক্তারকে চিন্‌তে হয়তো সীতার আরও কিছু দেরী হ'ত যদি না তার নূতন সংসারের আর দু'টি মানুষকে অতি সহজে না চেনা যেত। সে দু'জনের একজন হ'ল সৌদামিনী, তার বড় জা। আর একজন তার স্বামী কমল।

সৌদামিনী যেমন মুখরা, তেমনি সঙ্কীর্ণমনা ও আত্মসর্ব্বস্ব। কমল একটি অদ্ভুত জীব। মানুষ হিসাবে সে মন্দ নয় কিন্তু বড় নির্ব্বোধ। পৃথিবীতে এক ধরণের মেরুদণ্ডহীন মানুষ থাকে যারা নিজেরা বিশ্বাস করেনা যে তাদের কোন সত্ত্ব আছে। তারা নিজেকে কর্ম্মক্ষমতাহীন অপদার্থ বলে জানে। কমল সেই ধরণের মানুষ। দাদার ব্যক্তিত্বের কাছে সর্ব্বদা অবনত কমল মনে করে, তার নিজস্ব বলে কিছু নেই। দাদা খেতে-পরতে দেয় বলে' সে খায় পরে, দাদার কাজ ছাড়া তার কোন কাজ নেই এমন কি বিয়েটাও তার দাদার কৃপায় ঘটেছে।

এ বাড়ীতে ছবি আঁকা চলে না, আঁকা ছবির ওপর টাকা আনা পাইয়ের হিসাব লেখা হয়, ফুলের ওপর এদের বিতৃষ্ণার অন্ত নেই। মনের মধ্যে যদি কোন রঙ থাকে, স্বপ্ন-শিহরণ থাকে তা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে সংসারের তুচ্ছ স্বার্থ আর অতি সাধারণ জীবন-যাত্রার মধ্যে হারিয়ে যাওয়াই হ'ল এ বাড়ীর রীতি।

বাবার দেওয়া বিবাহের যৌতুক মায়ের গলার আসল মুক্তোর হার যেদিন সীতা আবিষ্কার করল ভাসুরের আলমারীতে সেদিন মানুষ হিসাবে এরা কতখানি নকল তা আর অস্পষ্ট রইল না। এসংসারে

তার স্বামী যে অসম্মান ও অবজ্ঞা পায় এবং শুধু তার প্রতি বাহ্যতঃ যে সমাদর ও পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয় তার পিছনে যে কুটচক্রী ডাক্তারের স্বার্থমন লুকানো আছে, সীতা সে কথা জেনেছে। সীতা সেই জন্যে একদিন বাবার কাছে গিয়ে উইল বদলাবার ব্যবস্থা করে এল—বাবার সম্পত্তির কাণাকড়িও তার নামে থাকবে না।

শিল্পমনা মেয়ে সীতার জীবনের সকল স্বপ্ন ভেঙে গেছে, মন খুঁজে পায়নি দোসর, স্বার্থ আর লোভে সঙ্কীর্ণ জীবনযাত্রার মধ্যে আবদ্ধ অন্তর গভীর রিক্ততায় হাহাকার করে উঠছে। তারই মাঝে অকস্মাৎ বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত তার কোলে এল একটি মেয়ে, তার মেয়ে। ব্যর্থতার ওপর ঝরে পড়ল যেন একটুকরো সান্ত্বনা। মেয়েটিকে নিয়ে মেতে উঠল সীতা। তার অতৃপ্ত জীবনতৃষ্ণা নূতন করে জ্বলে উঠল চোখের তারায়, দোলা দিল মনে। এই মেয়ে বড় হবে—নিজের কল্পিত রঙীনমধুর জীবন-স্বপ্ন সার্থক করে তুলবে মেয়ের জীবনে, তার জননী।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ সমরেন্দ্রনাথ মারা গেলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাঘব ডাক্তার জানতে পারল যে তার সম্পত্তিলাভের আশা বৃথা হয়ে গেছে। সমরেন্দ্রনাথ তাঁর মেয়ে জামাইকে কিছুই দিয়ে যাননি। রাঘব ডাক্তার রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, তাঁর অর্দ্ধাঙ্গিনীরও তর্জ্জন-গর্জ্জন বেড়ে গেল। তাঁদের নিরুদ্ধ আক্রোশ দ্বিগুণ তেজে সীতাকে আক্রমণ করল।

একা সীতা। স্বামী আছে কিন্তু পাশে নেই। সহানুভূতি-হীন সান্ত্বনাবিহীন জীবনে সে একাকী অদম্য উৎসাহে তার মেয়ে উমাকে মানুষ করে তুলতে লাগল। লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচার কিছুই সে ভ্রূক্ষেপ করল না।

মায়ের আশা পূর্ণ করার মত বয়স হয়েছে উমার। সীতার চুলে পাক ধরেছে, চোখে উঠেছে চশমা আর উমা পেয়েছে মায়ের বিগত যৌবন আর যৌবনের মুক্ত স্বচ্ছন্দ জীবনের রঙীন স্বপ্নগুলি। সে যে কলেজে পড়ে সেখানকার তরুণ অধ্যাপক সুকান্তের চারিপাশে তার মন ঘুরে বেড়ায়।

কিন্তু সুকান্ত কি—বাঁড়ুয্যে চাটুয্যে না মুখুয্যে? তার নাম সুকান্ত দাস। জাতিবিচার করতে গেলে তার হাতের জল চলে না, অস্পৃশ্য সে। আর উমা ঘোষালদের বাড়ীর মেয়ে।

তবে কি উমার জননী অনন্তা সীতার কাছে জাতই বড়, মানুষ বড় নয়। তাই যদি হয় তবে কেন প্রৌঢ়া সীতা গোপনে গেল সুকান্তকে দেখে আসতে। যে মহতের সন্ধান সে সারাজীবন করে এসেছে আজ তার মেয়ের প্রণয়াস্পদের মধ্যে পেল কি তার পরিচয় ? মিলনের অনুমতি কি সে এইবার দিতে পারবে ?

কিন্তু রাঘব ডাক্তার এই অনাচার সহ্য করলনা। মা ও মেয়েকে দিল বাড়ী থেকে তাড়িয়ে। উমার হাত ধরে সীতা নিস্তব্ধ রাত্রির পথে এসে দাঁড়াল! তারপর……তারপর রূপালী পর্দ্দায় কাহিনীর শেষাংশে জানতে পারবেন।

●

সঙ্গীতাংশ ।

(এক)

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
পুণ্য হ'ল অঙ্গ মম ধন্য হ'ল অন্তর
সুন্দর হে সুন্দর
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দু'টী মুগ্ধ হ'য়ে উঠল ফুটি
হৃদয়গগনে পবন হ'ল সৌরভেতে মন্থর
এই লভিনু সঙ্গ তব সুন্দর হে সুন্দর
এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হ'ল রঞ্জিত
এই তোমারি মিলন সুধা রইল প্রাণে সঞ্চিত
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জনমান্তর
সুন্দর হে সুন্দর।

(দুই)

কথা ও সুর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দেরে
ঘন শ্রাবণ ধারা যেমন বাঁধন হারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত আকাশ লুটে ফেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় রাখবে ধরে কেরে
দাবানলের নাচন যেমন সকল কানন ঘেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় রাখবে ধরে কেরে
চন্দ্র যেমন বেগে গর্জ্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্ন বাধার বক্ষ চেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে
যেমন ছাড়া বনের পাখী মনের আনন্দেরে
হারে রে-রে রে-রে আমায় ছেড়ে দেরে দেরে

(তিন)

কথা : শৈলেন রায়

মায়ের এ' বুক কে ভরেছে মন ভরেছে কে
বাবলু আমার সোনা আমার, আমার মণি যে
মন ভরেছে কে
বাবলু আমার সোণা আমার, আমার মণি যে
মন ভরেছে কে
নীল আকাশে যে নীল আছে
হার মানে নীল চোখের কাছে
ঐ চোখেতে মায়ের স্বপন সোহাগ লেগে রে
বাবলু আমার সোণা আমার, আমার মণি যে
মন ভরেছে কে

৫৭৬

কান্নাতে কার পান্না ঝরে, হাসলে হীরে মুক্তো পড়ে
কার গালেতে ডালিম ফুল চুমায় ফোটে রে
বাবলু আমার সোণা আমার, আমার মণি যে
মন ভরেছে কে
হাঁটি হাঁটি পা-পা
হাঁটি হাঁটি পা-পা ফেলে মা-মা ব'লে ডাকে
ভুলিয়ে দিয়ে দুলিয়ে দিয়ে মায়ের হৃদয়টাকে
চুলগুলি কার কালো কালো
কালো মেঘের চাইতে ভালো
চাঁদমামা টিপ্ তাইতো আঁকে চাঁদ কপালে রে
বাবলু আমার সোণা আমার, আমার মণি যে
মন ভরেছে কে
মায়ের এ' বুক কে ভরেছে
মন ভরেছে কে

(চার)

কথা ও সুর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের যাত্রা হোলো সুরু এখন ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক
ফিরবো না গো আর
তোমারে করি নমস্কার, আমাদের যাত্রা হোলো সুরু
এখন ওগো কর্ণধার তোমারে করি নমস্কার
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি
বিপদ বাধা নাহি গণি ওগো কর্ণধার
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী দাওগো করি পার
তোমারে করি নমস্কার

এখন রইল যারা আপন ঘরে
চাবনা পথ তাদের তরে ওগো কর্ণধার
যখন তোমার সময় এলো কাছে তখন কেবা কার
তোমারে করি নমস্কার
মোদের কেবা আপন কেবা অপর
কোথায় বাহির কোথায় বা ঘর ওগো কর্ণধার
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার
তোমারে করি নমস্কার, আমাদের যাত্রা হোলো সুরু।

(পাঁচ)

কথা ও সুর ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওরে ভাই ফাগুণ লেগেছে বনে বনে
ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে
ওরে ভাই ফাগুণ লেগেছে বনে বনে
রঙে রঙে রঙিল আকাশ
গানে গানে নিখিল উদাস
যেন চল চঞ্চল নব পল্লবদল
মরমরে মোর মনে মনে
ফাগুণ লেগেছে বনে বনে
হের হের অবনীর রঙ্গ, গগনের করে তপোভঙ্গ
হাসির আঘাতে তার মৌন রহে না আর
কেঁপে কেঁপে ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
বাতাস ছুটিছে বনময় রে
ফুলের না জানে পরিচয় রে
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে
ফাগুণ লেগেছে বনে বনে।

●

একমাত্র পরিবেশক—
প্রাইমা ফিল্মস্ (১৯৩৮) লিঃ
৭৬.৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ-এর পক্ষ হইতে শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ১৮নং, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি-এস-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
[মূল্য ৴১০ আনা